অফিসের পরিচিতি

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এক গীর্জায় প্রথম সঞ্চয় ব্যাংক স্থাপিত হয়। সঞ্চয় ব্যাংকের জনক হিসেবে খ্যাত রেভারেন্ড হেনরি ডানকান এটি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে প্রান্তিক আয়ের জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে ইংল্যান্ডে 'জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা' কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৪ সালে ভারতে এবং দেশবিভাগের পর তদানীন্তন সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এদেশে সঞ্চয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু হয়। রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং দীর্ঘ ৪২ বছর পর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর 'জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর'-এ উন্নীত হয়। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধিনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। ঢাকায় রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়। আটটি বিভাগীয় শহরে রয়েছে বিভাগীয় অফিস। চৌষট্টি জেলা সদরে রয়েছে জেলা সঞ্চয় অফিস। এছাড়াও সঞ্চয় স্কিমের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকাশহরসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে ১১টি বিশেষ ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হলো জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, এর ফলে জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়; মিতব্যয়ীতা শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়; যা দেশকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসহেতু মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন সহজ হয়।

এছাড়া জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর বিক্ষিপ্তভাবে থাকা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে আহরণ করে জাতীয় বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়ন করে থাকে। এতে জনগণের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়, সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী, বৈধ পথে রেমিট্যান্স সরবরাহ বৃদ্ধি, ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমে, অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারের প্রগতিশীল হারে কর গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কমে, বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য প্রয়োজনীয়তা কমে, ফলে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু রয়েছে। স্কিমগুলো হচ্ছে ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী), পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী), পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী), ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী), ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী), ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী), বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান), ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকঃ (ক) সাধারণ হিসাব, (খ) মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী) এবং ডাক জীবন বীমা। জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলী ব্যাংক ও ডাকঘর এর মাধ্যমে এ সকল সঞ্চয় স্কিমের বিক্রয় এবং নগদায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো কর্তৃক সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম;
- জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ;
- মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ;
- সঞ্চয় স্কিমের নীতিমালা/বিধিমালা বিষয়ক কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ ;
- ব্যাংক ও ডাকঘর এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অধিনস্থ দপ্তরের সাথে চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- জাতীয় শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নীতিমালা’ অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ইনোভেশন টিম গঠন, ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইনোভেশন টিমের সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভাকরণ ও সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এর আলোকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।